পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ
আস্সালামু আলাইকুম।

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী এ প্রতিষ্ঠানে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ আর্থিক বিবৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারা আমাদের জন্য প্রকৃতই আনন্দের ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০১৭ ঃ একটি পর্যালোচনা

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে আকর্ষনীয় ৭.৮৬ শতাংশ হারে, যা বলিষ্ঠ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভীত এর পরিচায়ক। ২০১৮ অর্থ বছরে ২০১৭ অর্থ বছরের তুলনায় শিল্প প্রবৃদ্ধি কমেছে যথাক্রমে ৬.৩৯ শতাংশ থেকে ১.২৪। আরেকটি সম্ভাবনার চিত্র আমরা দেখি জিডিপিতে বেসরকারী বিনিয়োগের হিসাবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ২৩.১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩.২৬ শতাংশ। সরকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন বজায় রাখার প্রচেষ্ঠায় বেসরকারী বিনিয়োগও উচ্চ পর্যায় বজায় রাখা সম্ভব হয়েছ।

বাংলাদেশের জীবন বীমা শিল্প ঃ

আমাদের প্রত্যাশা বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সরকারের সাম্প্রতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আগামীতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জীবন বীমা শিল্প একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবনের ঝুঁকি বহন ছাড়াও জীবন বীমা সঞ্চয় সৃষ্টি করে, সঞ্চয় সৃষ্টি করে বিনিয়োগ, বিনিয়োগ সৃষ্টি করে মূলধন আর মূলধন বাড়িয়ে তুলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে। দেশে ৩২টি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জীবন বীমা পেনিট্রেশনের হার ০.৫ শতাংশ, যাহা জীবন বীমা শিল্পের অনুন্নত অবস্থা প্রকাশ করে। এই খাতের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সরকারের সার্বিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

কোম্পানীর ব্যবসার অগ্রগতিঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের দৃষ্টি আকর্ষন করে আনন্দের সাথে জানাতে চাই বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে প্রবল প্রতিযোগীতার মধ্যেও ২০১৭ সালে কোম্পানী সাফল্যের সহিত ব্যবসা করে যাচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের শক্তিশালী মার্কেটিং জনশক্তি, সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামো, ব্যবসার গুনগতমান এবং উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক প্রচেষ্ঠা এবং জীবন বীমা ব্যবস্থাপনা খাতে অনুমোদিত সীমার চেয়ে কম ব্যয় করা।

লাইফ ফান্ড ঃ

২০১৬ সনে ২৭০.৯৫ কোটি টাকার বিপরীতে ২০১৭ সনে লাইফ ফান্ড ২৭০.৭২ কোটি টাকা। অর্থাৎ কোম্পানীর লাইফ ফান্ড হ্রাস পেয়েছে ০ .০৮%।

বিগত পাঁচ বছরের লাইফ ফান্ডের অবস্থান চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলোঃ

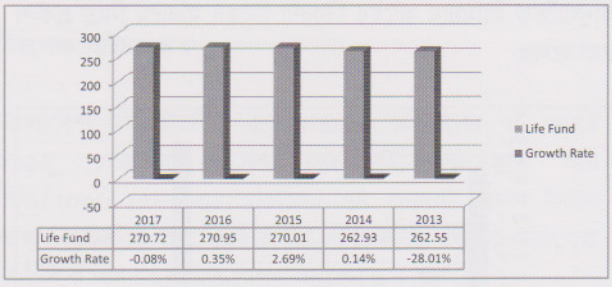

	2017	2016	2015	2014	2013
Life Fund	270.72	270.95	270.01	262.93	262.55
Growth Rate	-0.08%	0.35%	2.69%	0.14%	-28.01%

মোট সম্পদঃ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ২০১৬ সনে ৩৩০.২২ কোটি টাকার বিপরীতে ২০১৭ সনে ৩৩২.৫৯ কোটি টাকার টাকার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ০.৭২%

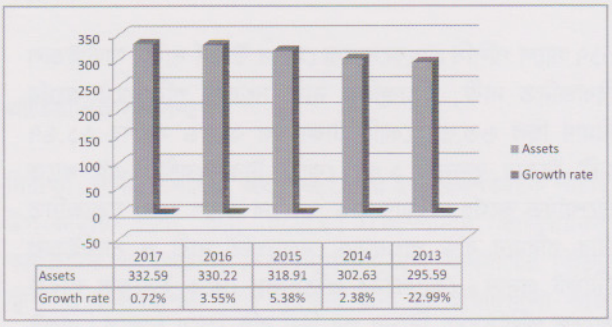

	2017	2016	2015	2014	2013
Assets	332.59	330.22	318.91	302.63	295.59
Growth rate	0.72%	3.55%	5.38%	2.38%	-22.99%

মোট প্রিমিয়ামঃ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ২০১৬ সনে ৮০.৫৫ কোটি টাকার বিপরীতে ২০১৭ সনে ৭৪.৬১ কোটি টাকা মোট প্রিমিয়াম অর্জন করেছে, যেখানে বিগত বছরের তুলনায় ৭.৩৯% হ্রাস পেয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরের মোট প্রিমিয়াম আয়ের অবস্থান চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলোঃ

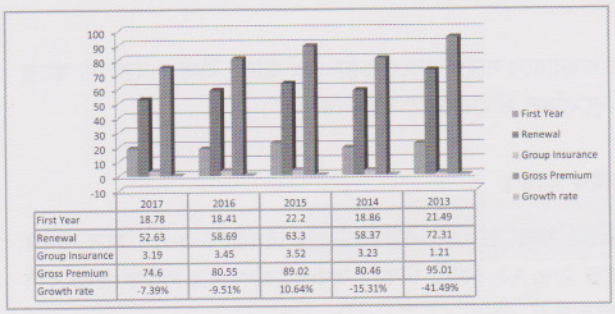

	2017	2016	2015	2014	2013
First Year	18.78	18.41	22.2	18.86	21.49
Renewal	52.63	58.69	63.3	58.37	72.31
Group Insurance	3.19	3.45	3.52	3.23	1.21
Gross Premium	74.6	80.55	89.02	80.46	95.01
Growth rate	-7.39%	-9.51%	10.64%	-15.31%	-41.49%

পরিকল্প সমূহ/প্রকল্প অনুসারে প্রিমিয়াম আয় ঃ

২০১৭ সাল অনুযায়ী, সকল পরিকল্প সমূহ/প্রকল্প অনুসারে আনুপাতিক প্রিমিয়াম আয়ের বিবরণী চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলোঃ

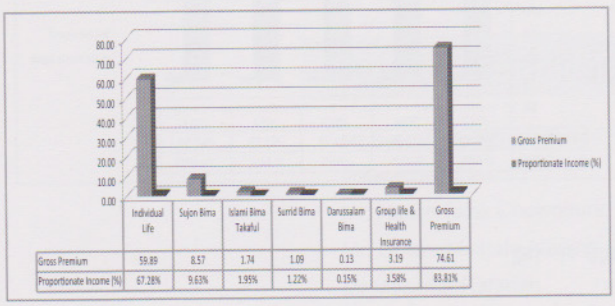

	Individual Life	Sujon Bima	Islami Bima Takaful	Surrid Bima	Darussalam Bima	Group life & Health Insurance	Gross Premium
Gross Premium	59.89	8.57	1.74	1.09	0.13	3.19	74.61
Proportonate Income (%)	67.28%	9.63%	1.95%	1.22%	0.15%	1.58%	83.81%

দাবী পরিশোধ ঃ

২০১৭ সালে পলিসি গ্রাহকদেরকে মেয়াদ উত্তীর্ন দাবী, সার্ভাইভাল সুবিধাজনিত দাবী, মৃত্যুজনিত দাবী সংক্রান্ত পরিশোধে অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৩.৩১ কোটি টাকা, যা ২০১৬ সালের ৬১.৬৭ কোটি টাকার তুলনায় ১.৫৪ কোটি টাকা বেশী। এই খাতে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হচ্ছে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমান বৃদ্ধি পাওয়াসহ মেয়াদপূর্তি দাবী ও সার্ভাইভাল বেনিফিট প্রদান। কোম্পানির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইস্যুকৃত লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসিসমূহ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। একই সময়ে মেয়াদোত্তীর্ণ দাবী, সার্ভাইভাল সুবিধাজনিত দাবী, মৃত্যুজনিত দাবী এবং দুর্ঘটনাজনিত দাবী বীমাগ্রহীতাকে পরিশোধ করা হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে, দাবী পরিশোধের চিত্র ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী। প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিঃ সব সময় দাবী পরিশোধে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে।

বছর ভিত্তিক বিগত পাঁচ বছরের বীমা দাবী পরিশোধের পরিমাণ চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

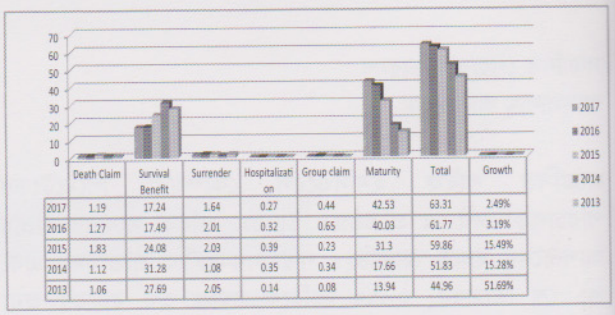

	Death Claim	Survival Benefit	Surrender	Hospitalization	Group claim	Maturity	Total	Growth
2017	1.19	17.24	1.64	0.27	0.44	42.53	63.31	2.49%
2016	1.27	17.49	2.01	0.32	0.65	40.03	61.77	3.19%
2015	1.83	24.08	2.03	0.39	0.23	31.3	59.86	15.49%
2014	1.12	31.28	1.08	0.35	0.34	17.66	51.83	15.28%
2013	1.06	27.69	2.05	0.14	0.08	13.94	44.96	51.69%

ব্যবস্থাপনা ব্যয় ঃ

২০১৬ সালের ব্যবস্থাপনা ব্যয় ছিল ৩৮.০১ কোটি টাকা সেখানে ২০১৭ সালে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হয় ৩৪.১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩.৯১ কোটি টাকা ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

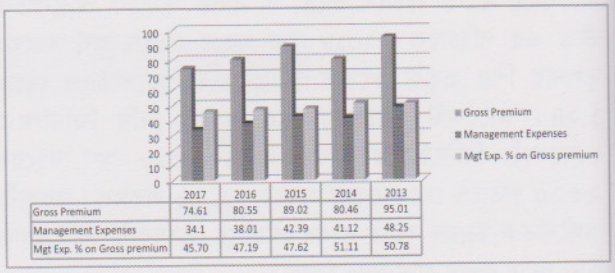

	2017	2016	2015	2014	2013
Gross Premium	74.61	80.55	89.02	80.46	95.01
Management Expenses	34.1	38.01	42.39	41.12	48.25
Mgt Exp. % on Gross premium	45.70	47.19	47.62	51.11	50.78

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

ঝুঁকি একটি অনিশ্চয়তা বা ক্ষতির সম্ভবনা। ঝুঁকি বীমা ব্যবসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যৌক্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন বীমা শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী সফলতার মৌল ভিত্তি। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা শক্তিশালী ও সর্বত্তম নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ণে, ব্যবসা পরিচালনায় যৌক্তিক ও যথার্থতা নিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ এর মুল লক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায়, বিশ্বাস ও আস্থার মাধ্যমে জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা সুনাম বৃদ্ধি করব যাহা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে পূর্ণতা লাভ করবে।

শেয়ারহোল্ডারগণের লভ্যাংশ এবং পলিসি হোল্ডারদের বোনাস ঃ

নিরীক্ষক মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কর্তৃক প্রদত্ত ২০১৭ খ্রিঃ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং একচ্যুয়ারী জনাব ডঃ মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন এআইএ কর্তৃক প্রদত্ত একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন এর সুপারিশ ও প্রতিবেদনের আলোকে পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭ খ্রিঃ সালের জন্য কোন লভ্যাংশ/ডিভিডেন্ড প্রদানের সুপারিশ করেন নাই।

কর্মচারীদের সুবিধা ঃ

কর্মচারীদের কল্যাণ সাধনে কোম্পানী সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যানার্থে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুয়িটি গোষ্ঠী জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা এবং ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করে থাকে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃ

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কোম্পানী স্বীকার করে। কোম্পানী সব সময় সামাজিক দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রাখে এবং প্রয়োজন মত তা পালন করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে আমাদের নীতি অত্যন্ত সুদৃঢ়। আমরা সামাজিক পরিবেশে ব্যবসা পরিচালনা করি এবং এখান থেকেই ব্যবসায়ের সকল উপকরণ পেয়ে থাকি। বিনিময়ে আমরাও সমাজের জন্য কিছু করতে চাই। গ্রাহক, কর্মকর্তা/কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, ব্যবসায়িক সহযোগী এবং সর্বোপরি সমাজ আমাদের কোম্পানীর সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতাভূক্ত।

২০১৮ সালের পূর্বাভাস ঃ

২০১৮ সালে প্রতিযোগিতার বাজারে অবতীর্ণ হতে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পর্ষদ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেঃ

১. সারা দেশব্যাপী পলিসি বিক্রয় ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।
২. ইতোমধ্যে সফলভাবে পাইলটকৃত বিকল্প বিপনণ ব্যবস্থার বাণিজ্যকরণ।
৩. গ্রাহক সেবার উপর গুরুত্ব প্রদান।
৪. ব্যবস্থাপনা ব্যয় আইনগত সীমার মধ্যে রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন।
৫. বিনিয়োগ আয় বৃদ্ধি।
৬. বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা।
৭. মূল ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ও লাভজনক করণ।

পরিচালনা পর্ষদ এবং কমিটি সভার উপস্থিতিঃ

২০১৭ বছরের পরিচালনা পর্ষদের মোট ৪টি এবং অডিট কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্যোক্তা পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন ঃ

বীমা আইন ২০১০ এর ৭৬ ধারা এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ১০৬তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোক্তা পরিচালকবৃন্দ এ বছর অবসর নিচ্ছেন এবং যোগ্য বিধায় পুনর্নির্বাচনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

১। জনাব গোলাম মোস্তফা আহমেদ।
২। জনাব খুরশিদ আলম (প্রতিনিধি ইসি সিকিউরিটিজ লিঃ)।
৩। জনাব জনাব আব্দুল মালিক।

পাবলিক শেয়ার হোল্ডার পরিচালক নির্বাচনঃ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ এর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ১০৬ অনুচ্ছেদ, বীমা আইন ২০১০ এর ৭৬ ধারার আলোকে এবং প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী ২ জন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হতে অবসর গ্রহন করবেন।

নিরপেক্ষ পরিচালক ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৭ই আগষ্ট ২০১২ তারিখের আদেশ (নং-এসইসি/সিএমআর আর সিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/অ্যডমিন/ ৪৪ অনুযায়ী জনাব সৈয়দ আব্দুল মুক্তাদির অত্র কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের নিরপেক্ষ পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

নিরীক্ষক ঃ

২০১৭ খ্রিঃ আর্থিক বছরের জন্য মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কে অত্র কোম্পানীর নিরেপেক্ষ নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সুপারিশ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনঃ

নিরীক্ষা, দাবী, প্রশাসন, অর্থ এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ক পাঁচটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোম্পানীর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন ঝুঁকি ও অব্যবস্থাপনা হতে সুরর্ক্ষার জন্য এ কমিটিগুলো কাজ করে। প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিষয়ে প্রতিবেদনে একটি পৃথক বিবরণী দেয়া হলো।

আর্থিক ফলাফল

অত্র বছর কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৭৪.৬১ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭৮.৬২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৪৭ কোটি টাকা বেশি। প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৩.৯০% বিনিয়োগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে, ভবিষ্যতে এ বিনিয়োগের আয় কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার

ও পলিসিহোল্ডারগণের লভ্যাংশ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০১৭ইং সালে বিক্রয় কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বীমা কর্মীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে তারা যেমন দক্ষ হয়েছে, তেমনি কোম্পানী উপকৃত হয়েছে।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ কার্যক্রম ঃ

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বর্তমান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ গাইড লাইন প্রণয়ন করেছে ও নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCU) গঠন করেছে, যাতে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করা হয়।

আর্থিক বিবরণীর প্রস্তুতিকরণ ঃ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছতার সহিত আর্থিক বিবরণী তৈরী করেছে যার ফলাফলে পরিচালনা, নগদ প্রবাহ এবং ইক্যুইটি পরিবর্তনের তথ্য রয়েছে। এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (IFRS) এবং বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন মান (BFRS) ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস ১৯৮৭ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে।
২০১৭ সালের আর্থিক প্রতিবেদন কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের অডিট দ্বারা পর্যালোচনা করে পরিচালনা পর্ষদে প্রেরণ করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নিযুক্ত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বহিঃ নিরীক্ষক "মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস" ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর সমাপ্ত বছরের জন্য আর্থিক প্রতিবেদনগুলির স্বচ্ছতার সনদ প্রদান করেছেন।

আন্তর্জাতিক হিসাব মান ঃ

আন্তর্জাতিক হিসাব মান (IAS) এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন স্টান্ডার্ড (IFRS) বাংলাদশে প্রযোজ্য হিসাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে অনুসরণ করা হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালন ঃ

সুষ্ঠভাবে জীবন বীমার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকর আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সুশাসন, আর্থিক লেন-দেনের স্বচ্ছতা ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট দায়বদ্ধতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্র ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রযোজ্য আইনগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখে না, সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পলিসি, গাইডলাইন এবং কম প্রক্রিয়ায় সর্বোত্তম পন্থা অনুসরণ করে কিনা সে বিষয়টিও লক্ষ্য করে। আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সরাসরি অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। পরিচালনা পর্ষদের একটি সহায়ক কমিটি হিসাবে অডিট কমিটি আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনাকারীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুপারিশ করে এবং ঝুঁকি পর্যালোচনা করে থাকে।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং আইডিআরএ এর অধ্যাদেশ ঃ

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (XVII of 1969) এর সেকশন 2CC দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) নোটিশ জারি করে। কর্পোরেট গভর্নেন্স শর্তাদি মেনে চলার জন্য SEC/CMRRCD/2006-158/207/Admi/80 তারিখ জুন ০৩, ২০১৮ বিনিয়োগকারীদের এবং পুঁজিবাজারের স্বার্থে তালিকাভূক্ত কোম্পানীতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছিল। SEC এর শর্তাবলী মেনে চলার একটি বিবরণ সম্মতি বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, পেশাদার চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস থেকে একটি সনদপত্র বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স পরিপালন প্রতিবেদন ঃ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে বর্ণিত কর্পোরেট গভর্নেন্স নীতির যথাযথভাবে অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্পোরেট গভর্নেন্স এর সকল শর্ত পালন করে। তদুপরি, কর্পোরেট গভর্নেন্স এর চেকলিস্ট এই প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নির্দেশনা অনুসারে, ০৩ জুন ২০১৮ তারিখের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মোতাবেক রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কর্পোরেট গর্ভনেন্স কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট প্রদান করেছে।

বহিঃ নিরীক্ষক এর প্রতিবেদনঃ

কোম্পানীর বহিঃ নিরীক্ষক মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০১৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক হিসাবের ভিত্তিতে যে প্রতিবেদন প্রদান করেছেন তা পরিচালক মণ্ডলী পর্যালোচনা করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যায় নাই।

পরিচালকের পারিশ্রমিকঃ

পরিচালকের রেমুনারেশন এর তথ্য আর্থিক প্রতিবেদনে "পরিচালকের রেমুনারেশন এবং ফিস" শিরোনামে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্বাবলীর বিবৃতিঃ

কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এবং উপস্থাপনায় পরিচালকমন্ডলী তাদের দায়িত্বের বিষয়ে নিশ্চিত করেন যে,

১. কোম্পানীর আইন ১৯৯৪, বীমা আইন-২০১০, বীমা বিধি ১৯৫৮ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বিধি ১৯৮৭ এর বিধানবলীর সাথে কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এবং এতদসঙ্গীয় নোটসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ;

২. কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব প্রস্তুতকাল হিসাব বিজ্ঞানের মান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. পরিচালকমন্ডলী হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা নির্দিষ্ট করে সামঞ্জস্যরূপে প্রয়োগ, বিচার-বিশ্লেষন দ্বারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, আলোচ্য হিসাবাদিতে কোম্পানরি স্বচ্ছ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

৪. কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০, বীমা বিধি ১৯৫৮ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড বিধি ১৯৮৭ এর বিধান বলীতে বর্ণিত আইন ও বিধিবিধান মেনে কোম্পানীর হিসাবে প্রতারণা ও অনিয়মের বিষয়ে নিরাপত্তা বিধান ও অনুসন্ধান দ্বারা কোম্পানীর সম্পদ রক্ষনাবেক্ষনে পরিচালকমণ্ডল যথোপযুক্ত ও যথেষ্ঠ যত্নশীল ছিলেন;

৫. পরিচালকমন্ডলী 'চলমান প্রক্রিয়ায়' বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করেছেন।

৬. আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগকৃত এবং নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণকৃত;

৭. গত পাঁচ বছরের হিসাবের উপাত্ত 'আর্থিক আলোকপাত' আকারে সংযোজিত হলো।

কৃতজ্ঞতা ঃ

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে অব্যাহত সাহায্য সহযোগিতার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, পলিসিহোল্ডার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিমিটেড এর অফিস সমূহের প্রতি আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কোম্পানীর সফলতা অর্জনে উদ্যোক্তা, পৃষ্টপোষক, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি তাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

পরিশেষে, আমি পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠ কর্মকর্তা/নির্বাহীদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

জাকারিয়া আহাদ
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ।